স্বনির্ভরতার ঋণে সেরা রতুয়া

সামসী, ১১ অক্টোবর ঃ সারা জেলার মতোই বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রতুয়া-১ ব্লকে অনুষ্ঠিত হল ঋণমেলা। এই উপলক্ষ্যে আনন্দধারার সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সব মিলিয়ে আট কোটি টাকার লোন দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এই কাজে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কর্মচারীদের ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। এই প্রসঙ্গে ব্লকের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর নাজমুন নিশা জানান, আজ আমাদের জেলা থেকে যে পাঁচ কোটির লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল সেটি ছাপিয়ে আমরা আট কোটি টাকার লোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে তুলে দিয়েছি। ব্লকের সমস্ত ব্যাংকের সহযোগিতায় এটি সম্ভব হয়েছে। বিডিও অর্জুন পালের প্রচেষ্টায় বর্তমানে আনন্দধারার স্বনির্ভর দলগুলি বিভিন্ন নতুন নতুন কাজ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে মাশরুম চাষ, মাটির জিনিস তৈরি, আম এবং আমজাত জিনিসপত্র তৈরি এবং বাজারজাত করা প্রভৃতি রয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের মতো সামাজিক বিষয়গুলির প্রচারেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। রতুয়া-১ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভংকর আচার্য জানান, ঋণমেলা উপলক্ষ্যে সারা জেলায় আজ একশো কোটি টাকারও বেশি লোন দেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্লক এই মুহূর্তে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলার মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। তবে ঋণের টাকা উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করার ওপর জোর দিতে হবে। বিডিও অর্জুন পাল জানান, জেলাশাসকের নির্দেশে আমরা যেখানে সম্ভব সেখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাজ দিচ্ছি। কীভাবে তাঁদের আরও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শামিল করা যায়, তার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ঋণদান নিয়ে চলছে আলোচনা। - সংবাদচিত্র

চাঁচলে অগ্নিদগ্ধ কিশোরীর মৃত্যু

চাঁচল, ১১ অক্টোবর ঃ বাড়ির বাথরুম থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হল এক কিশোরী। তবে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া ভবানীপুর গ্রামে। গত বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটে। এদিন মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত হয় মালদা মেডিকেলে। তবে কি কারণে ওই কিশোরী এই পদক্ষেপ নিল সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিকে এধরনের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়।

মৃত ওই কিশোরীর নাম পূজা সাহা (১৩)। কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা সুকুমার সাহা পেশায় দিন মজুর। মা অনিতা সাহা গৃহবধূ। পূজা তাদের বড়ো সন্তান। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন পূজার মা অনিতা সাহা চাঁচল হাটে বাজার করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় বাড়িতে ছিল পূজা ও তার বাবা। দুপুরে খাওয়ার পর সুকুমারবাবু ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক সন্ধ্যার সময় পোড়া গন্ধ পান তিনি। ঘর থেকে বেড়িয়ে দেখেন বাথরুম থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেয়েকে দেখতে না পেয়ে বাথরুমের দরজা ভেঙে দেখেন মেয়ের সারা গায়ে আগুন জ্বলছে। প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মেয়েকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। তবে মালদা আসার পথেই মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। তবে কিশোরীটি কেন এই পদক্ষেপ নিল সে বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না তার মা ও বাবা। তবে প্রতিবেশীদের থেকে জানা যায়, গত বুধবার সকালে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল বচসা বাধে মা ও মেয়ের মধ্যে। অনেক বকুনিও দেয় মা অনিতা সাহা। এরপরেই সন্ধ্যায় এমন ঘটনা ঘটে। তবে মাত্র ১৩ বছরের এই কিশোরী কীভাবে নিজের গায়ে আগুন দিল এই প্রশ্ন ঘিরেই বাড়ছে রহস্য। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জীব বিশ্বাস বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

ভিনরাজ্যে মৃত মালদার শ্রমিক

পুরাতন মালদা, ১১ অক্টোবর ঃ পুরাতন মালদার মহিষবাথানি অঞ্চলের বদনপুর গ্রাম থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত শ্রমিকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জক শেখ রবিউল হক (২৫)। মাত্র আট দিন আগে বাড়ি থেকে গিয়েছিল ভিনরাজ্যে টাওয়ারের কাজে। তার বাবা মা ও স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে রেখে পেটের টানে টাওয়ারের কাজে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে যায়। কিন্তু গতকালকে বাড়িতে ফোন মারফত খবর আসে কাজ করার সময় টাওয়ার থেকে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এই খবর শোনার পর মৃত শ্রমিকের স্ত্রী আঙ্গুরা বিবি ঘন ঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন। কী করবেন দুটো বাচ্চাকে নিয়ে ভেবে পাচ্ছিলেন না তার বৃদ্ধ মা বাবা। তাঁরা এই ঘটনা শোনার পর মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়েন। আজকে মৃত ওই যুবকের কফিনবন্দি দেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। তাঁকে শেষ দেখার জন্য গোটা গ্রামের মানুষ তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান। ওই এলাকার বাসিন্দা মতিউর রহমান অভিযোগ করে বলেন, আমাদের রাজ্যে কাজ না থাকায় মোটা টাকার লোভে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয় বহু শ্রমিক। এই টাকার লোভে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অনেকেই। তাই তাদের দাবি যে রাজ্য সরকার যেন এই রাজ্যে কর্মসংস্থান করেন এবং মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে যেন দাঁড়ান।

কুলিকে ডুবে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ স্নান করতে গিয়ে কুলিক নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম নাজির মহম্মদ (১৮)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার ভোগরামে। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার বিকেলে বাড়ির পাশেই কুলিক নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে যায় নাজির। সেখানেই অসাবধানতাবশত ডুবে যান জলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় তার। ***আঁচলে আগুন, মৃত্যু বধূর ঃ*** রান্না করতে গিয়ে আচমকা শাড়িতে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। নাম সাইবান বিবি (৪৪)। বুধবার রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে করণদিঘি থানার মাগনাভিটা গ্রামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বধূকে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। বিকেলে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন হাসপাতাল মর্গে মৃতের স্বামী সলিমুদ্দিন আহম্মদ বলেন, রাতে রান্না ঘরে আমার স্ত্রী রান্না করছিল। আচমকাই শাড়ির আঁচলে আগুন লেগে যায়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করলে এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।

আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকলকর্মীরা। বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

রান্নাঘর থেকে আগুন, পুড়ল চারটি বাড়ি

মুরতুজ আলম ● সামসী

১১ অক্টোবর ঃ একে তিতলির প্রভাব, তার মধ্যেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চারটি বাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামশিমুল গ্রামে। ওই পরিবারগুলির দাবি, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। জানা গেছে, বাড়িঘর হারিয়ে কার্যত খোলা আকাশের নীচে রয়েছেন মহসীন, মুস্তাক, সামা ও সমূলের পরিবার। স্থানীয় ও তুলসীহাটা দমকল সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ আগুন লাগে। রান্নার ঘর থেকে আগুন ছড়ায়। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে মহসীন, মুস্তাক, সামা ও সমূলদের বাড়িতে। আগুন দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা মিলিজুলিভাবে নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু আগুন নেভানো সম্ভব না হওয়ায় তুলসীহাটা দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। মহসীন ও তাঁর তিন ছেলে মুস্তাক, সামা ও সমূলরা মোট ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানিয়ে বলেন, এদিন অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি রান্নাঘর পুরো পুড়ে গেছে। পুড়েছে একটি গোয়ালঘরও। রান্নাঘরের আগুন থেকে চারটি পরিবারের চারখানা শোওয়ার ঘরও ভস্মীভূত হয়েছে। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতি লক্ষাধিক ছাড়িয়েছে। তাঁরা আরো জানান, চারটি শোবার ঘরের বিছানা, কাঁথা, জামাকাপড় সবকিছু পুড়ে গেছে। রান্নাঘরের সব রান্নার আসবাবপত্র থেকে শুরু করে চাল, ডাল সব কিছু আগুনে খেয়ে ফেলেছে। ঘরের বাক্সতে থাকা কিছু নগদ টাকা-পয়সাও পুড়েছে বলে দাবি করেছেন। আগুনে সর্বস্ত হারিয়ে তাঁরা এখন খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন।

এদিকে জানা গেছে মহসীন, মোস্তাক, সামা ও সমূলরা পেশায় দিনমজুর। বছরের বেশিরভাগ সময়ই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালায়। আগুনে সব কিছু খুইয়ে ঘরপোড়া ওই চারটি পরিবারের খোলা আকাশের নীচে আশ্রয়। শুধু সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। ক্ষতিপূরণের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় জেলাপরিষদ সদস্য সন্তোষ চৌধুরি, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আজাহার আলি, তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা আবুল হোসেন আসরাফি প্রমুখ। জেলাপরিষদ সদস্য সন্তোষ চৌধুরি ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। রশিদাবাদ জিপির প্রধান পুষ্পা রবিদাসও যান। তিনি পঞ্চায়েত থেকে কিছু ত্রাণ দিয়েছেন বলে দাবি করেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এর বিডিও এমডি লামা এপ্রসঙ্গে বলেন, প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত একই চারটি পরিবারের হাতে পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। যেমন চাল, ডাল, রান্নার সামগ্রী, একটি করে ত্রিপল, জামাকাপড়, লুঙ্গি, শাড়ি, ছোটো বাচ্চাদেরও জামাকাপড় সহ শীতের পোশাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিডিও আরো বলেন, ওই চারটি পরিবারকে পাকা ঘর দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হবে।

পুজো প্রস্তুতিতে বাধ সেধেছে তিতলি

ঘুম কেড়েছে মণ্ডপ শিল্পীদের

হিলি ও ফরাক্কা, ১১ অক্টোবর ঃ দয়ার বিপদ আপাতত কেটেছে। নতুন আতঙ্ক তিতলি। তার জেরেই উৎসবের মুখে উদ্‌বেগের ছায়া পুজো উদ্যোক্তাদের মুখে। মণ্ডপশিল্পী থেকে শুরু করে প্রতিমাশিল্পী বৃহস্পতিবার সকালের বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন সকলেই। আকাশের মুখ ভার। তারপর দিনভর বৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবেই বাজারে সেভাবে দেখা নেই ক্রেতাদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে চতুর্থীর দিনেই কয়েকটি পুজো মণ্ডপ উদ্‌বোধন হওয়ার কথা। তার আগের দিনেই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ঘুম কেড়েছে মণ্ডপশিল্পীদের। পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পুজোর দিনগুলি ভালো না কাটার সম্ভাবনাই বেশি। সৌজন্যে ঘূর্ণিঝড় তিতলি। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃহস্পতিবার আছড়ে পড়া এই ঘূর্ণিঝড়ের রেশ এসে পৌঁছেছে এ'রাজ্যেও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন মণ্ডপশিল্পীরা। দুর্গাপুজোয় বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। নিখুঁতভাবে পুজো মণ্ডপগুলিকে সাজিয়ে তুলতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা শিল্পীদের মধ্যে। কিন্তু খামখেয়ালি আবহাওয়ায় নাজেহাল সকলে। হিলির বিপ্লবী সংঘ, ত্রিমোহিনী অমর ফ্রেন্ডস, হিলি বাসস্ট্যান্ড যজ্ঞতলা, লালপুর যুবকল্যাণ সংঘ সহ অন্যান্য পুজোমণ্ডপগুলির বাঁশের কাজ শেষ। এখন চলছে রঙিন কাপড় সহ হাতের কাজ বসানো। প্যাণ্ডেল তৈরির কাজে যুক্ত শ্রমিক শিল্পী নরেন মালো, গজেন দাস, ভোলা বর্মনরা বলেন, প্যান্ডেলের সামনে জরি, নকশা সহ অন্যান্য শৌখিন জিনিসগুলি লাগানো এখনো বাকি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফলে বাঁশগুলি এখনো ভিজে। সেই বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করা খুবই বিপজ্জনক। ডেকোরেটারের মালিক নারায়ণ সাহা, ধীরেন দত্তরা বলেন, এবারে অনেক পুজো প্যান্ডেল চতুর্থীতে উদ্‌বোধন করা হবে। স্বাভাবিক কারণে, গত কয়েকদিন ধরে শ্রমিকরা দিনরাত এক করে আলো জ্বালিয়ে কাজ করেছেন। ওড়িশা, বিশাখাপত্তনমে তিতলি ঝড়বৃষ্টি। ফলে শ্রমিকরা মাথায় পলি প্যাক বেঁধে মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন। কিন্তু বৃষ্টির ফলে যাতে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছেন আলোকসজ্জার শিল্পীরা। অনবরত বৃষ্টির ফলে সুউচ্চ বাঁশের টাওয়ারে চেপে কেউ কাজ করতে চাইছেন না। পুজোর মুখে বেশ কয়েকদিন জমে উঠেছিল জামাকাপড় কেনার বাজার। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত ফরাক্কার বস্ত্র ব্যবসায়ীদের। আগে ফরাক্কা ব্যারেজের মার্কেটেই ক্রেতারা পুজোর বাজার করতে আসতেন। পরবর্তীতে এনটিপিসি মোড়ের দিকে বাজার বসায় এবং জাফরগঞ্জ, অর্জুনপুরের মতো গ্রামীণ বাজারগুলি উন্নত হওয়ায় ক্রেতারা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে গ্রামের কিছু ক্রেতা ফরাক্কা ফিডার ক্যানেল অতিক্রম করে এবং ২নং কলোনি, নিউ ফরাক্কা, বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলের কিছু কিছু মানুষ এখনো ব্যারেজ মার্কেটে আসেন। কিন্তু পুজোর মুখে তিতলির ঝড়বৃষ্টির প্রভাবে সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই। ফরাক্কার ব্যারেজ মার্কেটের ব্যাবসায়ী প্রণব দত্ত বিশ্বাস বলেন, এমনিতেই ব্যারেজ মার্কেটে লোকজন কম আসে। অনেকেই আবার মালদা বা ধূলিয়ানে যান বাজার করতে। পুজোর মুখেই কিছু ক্রেতার দেখা মেলে। কিন্তু হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কারণে আশপাশের ক্রেতারা এদিন আসতে পারেননি। ফলে বিক্রি মার খেয়েছে। অন্যতম বস্ত্রবিক্রেতা স্বপন সাহা বলেন, ব্যারেজ মার্কেটটা একদম শেষ হতে বসেছে। অবসরগ্রহণ করার পর বহু মানুষ চলে গেছেন। যারা রয়ে গেছে, তারাও পুজোর বাজার করতে অন্যত্র চলে যায়। ফরাক্কা ব্যারেজ চিত্তরঞ্জন মার্কেট বাজার কমিটির সম্পাদক সুনীল সাহার মতে, ব্যারেজে লোকসংখ্যা এমনিতেই কম। যারা আছে এবং আশপাশের গ্রামের লোকজনেরা চতুর্থী বা পঞ্চমীতে বাজার করেন। কিন্তু পুজোর মাত্র তিন-চারদিন আগে ঘর থেকে বের হওয়ায় মুশকিল হচ্ছে ক্রেতাদের। আর ক্রেতা না এলে পুজোর বাজার মার খাচ্ছে। এমন বৃষ্টি যদি আর দু'একদিন হয় তো তবে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। গ্রামীণ বাজার অর্জুনপুর বা জাফরগঞ্জের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলা হলে তাঁরা জানান, গত কয়েকদিন ধরে বাজারে ভিড় কমবেশি হচ্ছে। কিন্তু সকাল থেকে বৃষ্টির জন্য লোকজন কম আসছে। দুর্যোগ যদি না কমে তা হলে বিপদের অন্ত থাকবে না। এখন মা দুর্গাই পারেন আমাদের বাঁচাতে।

বিশ্ব বাজারে ধস

প্রথম পাতার পর

পতন হয়েছে প্রায় ২.১৯ শতাংশ এবং নিফটির পতন হয়েছে প্রায় ২.১৬ শতাংশ। নিফটি এদিন ১০১৩৮.৬০ থেকে ১০৩৩৫.৯৫ পয়েন্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। শেয়ার বাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টররা প্রায় ১০৯৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ১৮৯৩ কোটি টাকার শেয়ার কেনে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারের পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ধীরাজ সিং বলেছেন, 'গত কয়েকদিনের প্রবণতা এদিনও অব্যাহত ছিল। মাঝে দু-একদিন বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও সাধারণভাবে পতনের প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে।' শুভদীপ নন্দীর মতো তিনিও বলেছেন, 'এর আগে পতনের পিছনে দেশীয় ঘটনাবলির প্রভাব ছিল। যেমন আইএল অ্যান্ড এফএস কেলেঙ্কারির প্রভাব পড়েছিল শেয়ার বাজারে। তেলের মূল্যবৃদ্ধির ভূমিকাও ছিল তাতে। কিন্তু বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে আন্তর্জাতিক কারণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারের মধ্যে ২৮টির পতন হয়। তার মধ্যে এসবিআই এবং টাটা স্টিল ছিল অন্যতম। অন্যদিকে, দেশের সবথেকে বড়ো সফটওয়্যার রপ্তানিকারক সংস্থা টিসিএস এদিন জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ২২.৬ শতাংশ লাভ ঘোষণা করেছে। এই লাভের পরিমাণ ৭৯০১ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরে একই কোয়ার্টারে তাদের লাভের পরিমাণ ছিল ৬৪৪৬ কোটি টাকা। টিসিএস জানিয়েছে, তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে ২০.৭ শতাংশ। এর পরিমাণ ৩৬৮৫৪ কোটি টাকা। গতবছর একই কোয়ার্টারে তাদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০৫৪১ কোটি টাকা। টিসিএসের এমডি ও সিও রাজেশ গোপীনাথন বলেছেন, 'সংস্থার সার্বিক পারফরম্যান্সে আমরা খুশি। ডিজিট্যাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরের চাহিদা বাড়তে থাকায় আমাদের রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, ব্যাংকিং, বিমা এবং খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে টিসিএসের ভূমিকা ইতিবাচক।

আশাহত পুজো উদ্যোক্তারা

কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর, ১১ অক্টোবর ঃ পূর্বাভাস অনুযায়ী শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। জোরে বৃষ্টি না হলেও ঝিরঝিরি বৃষ্টিতেই মন বেজার পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। এবার কুশমণ্ডিতে সরকারি অনুমোদিত বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে ১৭টি। প্রতিটি প্যান্ডেলে রাতদিন এক করে চলছে কাজ। কোথাও থার্মোকলের কাজ, কোথাও আবার লোকসংস্কৃতির ধারাকে থিম করে নানাভাবে মণ্ডপ সাজানোর কাজে ব্যস্ত সকলেই। কিন্তু এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় মন ভার সকলের। শ্যাওড়াতলার উদ্যোক্তা অম্বরীশ সরকার, শীতলাতলার উদ্যোক্তা বুবাই বসাক, কুশমণ্ডি সর্বজনীনের উদ্যোক্তা তরুণ চক্রবর্তীরা জানান, এইভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে সব প্রচেষ্টাই মাটি হয়ে যাবে। গত বছর বন্যার কারণে বহু পুজোই ছোটো হয়ে গেছিল। এবার সব কিছু ঠিক থাকার পর যদি বৃষ্টির কারণে মানুষ ঘর থেকে বের না হতে পারেন, তবে আর কিছু করার থাকবে না। একই অবস্থার কথা জানিয়েছেন হরিরামপুরের পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। বিশিষ্ট সমাজকর্মী তরুণ পাল জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মনে একটা আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হয়। পাশাপাশি বহু মানুষ পুজোর ওই ক'টা দিন বছরের বাড়তি কিছু টাকাও রোজগার করেন। উষাহরণের টোটো মালিক পারোন রায় জানিয়েছেন, পুজোর সময় বাড়তি ভাড়া পাব ভেবে টোটো কিনেছি। কিন্তু আজ থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পুজোর ক'টা দিন যদি বৃষ্টি না থামে তাহলে আবার একটা গোটা বছর অপেক্ষা করতে হবে। আবাহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ভারী না হলেও মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

তিতলির ঝাপটায় লন্ডভন্ড

প্রথম পাতার পর

উপকূলরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় পাঁচ জনকেই উদ্ধার করা হয়। হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান রাজ্য প্রশাসনের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। অন্ধ্রপ্রদেশের স্পেশাল রিলিফ কমিশনার বিষ্ণুপদ শেঠি জানিয়েছেন, 'ঝড়ের জেরে জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নেওয়া হচ্ছে। যেসব জায়গায় গাছ পড়ে রাস্তা আটকে গিয়েছে, সেইসব সমস্যা আগে মেটানোর চেষ্টা করছি।' মুখ্যসচিব আদিত্যপ্রসাদ পয়োধি বলেন, দু'একটি জেলা ছাড়া রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতি বেশি হয়েছে উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশের তিন জেলা শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম এবং বিশাখাপত্তনম সহ ওড়িশার গঞ্জাম, গজপতি, পুরী, খুর্দা এবং জগৎসিংহপুর জেলার। গোপালপুরের পরেই ওড়িশায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে গঞ্জাম জেলার। এ ছাড়া, ওড়িশার ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরীতেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে তিতলির। ওই এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত 'গোপালপুর অন সি' এবং ব্রহ্মপুরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ আপাতত বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক জায়গায় ওভারহেড তার ছিঁড়ে গিয়েছে। ফলে রাজ্যে ট্রেন পরিসেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাতিল করা হয়েছে বহু ট্রেন। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস আসা মাত্রই গত কয়েক দিন ধরে গোপালপুর, পুরী সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র থেকে সরে যাচ্ছিলেন পর্যটকরা। এ দিন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হতেই হোটেলগুলি খালি করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া হয় নিরাপদ আস্তানায়। গোপালপুর, গঞ্জাম ছাড়াও কেন্দাপাড়া, ব্রহ্মপুরে বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর ও কলকাতা থেকে বিশাখাপত্তনমের বিমান চলাচল বাতিল করা হয়েছে। তিতলির জেরে বাতিল করা ছাড়াও সময়সূচি ও যাত্রাপথও বদলাতে হয়েছে বহু ট্রেনের। বিশেষ করে, দক্ষিণ ভারত থেকে যে ট্রেনগুলি হাওড়ায় আসবে সেগুলির সময় পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছিল, তিতলির প্রভাবে নিম্নচাপ অন্ধ্র ও ওড়িশা উপকূলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে না। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের সাম্প্রতিক খবর, দুর্যোগমুক্ত থাকতে পারবে না এ রাজ্যও। শুক্র ও শনিবারে রাজ্যের উপকূলে ঢোকার কথা তিতলির। তবে তা আসবে নিম্নচাপ হিসেবে। এর প্রভাবে আগামী দু'দিন ভারী বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অশান্ত সমুদ্র। দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর উপকূলে পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে মৎস্যজীবীদের উদ্দেশেও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে তিন জায়গাতেই।

প্রতিস্পর্ধী পড়ুয়াদের কাছে প্রতিনিধিরা

গঙ্গারামপুর, ১১ অক্টোবর ঃ প্রতিস্পর্ধী ছাত্রছাত্রীরা ভোটাধিকার সম্পর্কে কতটা সচেতন, তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল 'ল' ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রসঙ্গত, প্রতিস্পর্ধী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাব তৈরি হয়েছে। এদিন সুচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ন্যাশনাল 'ল' ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিরা ভোটাধিকার সম্পর্কে কথা বলেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা কন্যাশ্রী প্রকল্প আধিকারিক মহাদ্যুতি অধিকারী, বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল হীরালাল দাস, ন্যাশনাল 'ল' ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ প্রসাদ সহ অন্যান্যরা।

সুচেতনা আবাসিক বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল হীরালাল দাস বলেন, ভোটাধিকার কি? ৬, ৭, ৮ এবং ৮ ক ফর্মই বা কি? সে বিষয়ে প্রতিস্পর্ধী ছাত্রছাত্রীরা কতটা জানতে বা বুঝতে পেরেছে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন।

২৫০কোটির

প্রথম পাতার পর

উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে স্টার্চ ও মেইজ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা। মালদার জেলাশাসক জেলায় ব